কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০

কৃষি মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১২ শ্রাবণ ১৪২৯
২৭ জুলাই ২০২২

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রথমবারের মতো এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের মানুষের আদি ও অকৃত্রিম পেশা কৃষি। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা এ দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক। আয়তনে ছোট ও ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ আজ দানাদার খাদ্যের উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। কৃষিতে বাংলাদেশের দৃশ্যমান এ সাফল্যের সূচনা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে। স্বাধীনতার পরপরই তিনি কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কৃষিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন করেন। তাঁর দেওয়া প্রথম ডেভেলপমেন্ট বাজেটের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকাই ছিল কৃষি উন্নয়নের জন্য। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই বর্তমান সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে উদ্ভাবিত হচ্ছে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও বৈরী পরিবেশ উপযোগী বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত ও প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষি আজ ছড়িয়ে পড়েছে তৃণমূলে। কৃষিতে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত রাখতে শস্যের বহুমুখীকরণ ও ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার, কৃষি আধুনিকীকরণ, প্রতিকূলতাসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন এবং লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষক, কৃষি সম্প্রসারণবিদ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সাফল্য তার মূল বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। এক্ষেত্রে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা রাখছেন কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, কৃষক, উৎপাদনকারী ও কৃষি সংগঠকগণ। এদের মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এআইপি হিসেবে নির্বাচিতদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান কৃষিক্ষেত্রে একটি অনন্য সংযোজন বলে আমি মনে করি। কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যারা 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' এ ভূষিত হয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এ উদ্যোগ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও উৎসাহিত করবে এবং কৃষির চলমান অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রথমবারের মতো 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই। যাঁরা এ স্বীকৃতি পাচ্ছেন তাদেরও জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন জ্ঞাননির্ভর আধুনিক কৃষিই উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রথম সোপান। তাই তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালের ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন, 'নতুন করে গড়ে উঠবে এই বাংলা। বাংলার মানুষ হাসবে। বাংলার মানুষ খেলবে। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ায় বাস করবে। বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাবে। এই আমার জীবনের সাধনা, এই আমার জীবনের কাম্য।' তিনি বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফসহ উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে কৃষির উন্নয়নে অনুপ্রেরণা জোগাতে কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার' প্রবর্তনের পাশাপাশি কৃষিবিদদের সরকারি চাকরিতে প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে কৃষির আধুনিকীকরণ ও সার্বিক উন্নয়নে কৃষিবান্ধব নীতি ও সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা আধুনিক কৃষি শিক্ষার প্রসারে নতুন নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করেছি। কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। একই সাথে জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। কৃষি বাতায়ন, কৃষক বন্ধু ফোন সেবা (৩৩৩১), কৃষকের জানালা, কৃষি কল সেন্টার (১৬১২৩) ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেছি। ফলে বন্যা, খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ভাসমান চাষ, বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন, ট্রান্সজেনিক জাত উদ্ভাবন, পাটের জেনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন ও মেধাস্বত্ব অর্জন সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সরকার সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্পসুদে ঋণ সুবিধা প্রদান, ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগসহ তাঁদের নগদ সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচির ফলে আমরা খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

আমরা দেশব্যাপী ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলেছি। এতে কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। রাজধানীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলার নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী ও দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণে সফল হয়েছি। এ সেতুর মাধ্যমে নদী বিধৌত উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ আহরণ এবং সারাদেশে দ্রুত বাজারজাতকরণের ফলে এ অঞ্চলের কৃষি ও কৃষকের জীবনমান আরও উন্নতি হবে।

আমাদের সরকার গৃহীত কৃষিবান্ধব নীতি ও কার্যক্রমে দানাদার খাদ্য, মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। ধান, পাট, আম, পেয়ারা, আলু প্রভৃতি ফসল ও ফল উৎপাদনে বাংলাদেশ শীর্ষ ৮টি দেশের মধ্যে রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমে অবদান রাখছেন, তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে আজ 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' হিসেবে ঘোষণা ও সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে দেশে কৃষিপেশার মর্যাদা আরও সমুন্নত হবে এবং কৃষি উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। আমাদের লক্ষ্য বর্তমান প্রয়াসকে আরও গতিশীল করে ২০৩০ সালের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আমি 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' হিসেবে স্বীকৃত সকল ব্যক্তিকে আবারও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সে সাথে অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারের এই মহৎ উদ্যোগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হতে যাচ্ছে। এর ফলে কৃষি পেশার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৭৩ সালে 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' গঠন করেন। মানব ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়ের সূচনা করে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেওয়া হয় এবং এ কৃষি পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমও অনিয়মিত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কৃষিবান্ধব সরকার ২১ বছর পর দায়িত্ব নিয়ে পুনরায় 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল' পুনর্গঠন করে এবং পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়।

জাতির পিতা কৃষি বিপ্লবের যে ধারা সূচনা করেছিলেন, সেই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কৃষিখাতকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছেন। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফসলের পাশাপাশি দেশীয় ফল, কফি, কাজুবাদাম, ড্রাগন ফলসহ অপ্রচলিত ফলের উৎপাদন প্রতি বছর বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে বাংলাদেশ পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়; চাল, সবজি, পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়; চা উৎপাদনে চতুর্থ; আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম; পেয়ার উৎপাদনে অষ্টম অবস্থানে উঠে এসেছে।

বর্তমান সরকার এখন টেকসই ও লাভজনক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য সারাদেশে ৫০%-৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষিযন্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে উত্তম কৃষি চর্চা মেনে ফসল উৎপাদন, রপ্তানি উপযোগী জাতের ব্যবহার, আধুনিক প্যাকিং হাউজ নির্মাণ, অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব স্থাপনসহ নানান কাজ চলমান আছে।

কৃষিকাজে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য সরকার ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বন উপখাতের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষিখামার স্থাপনকারী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠকদের প্রতি বৎসর কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এসব স্বীকৃতির মাধ্যমে টেকসই কৃষির উন্নয়নে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে কৃষির উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি)

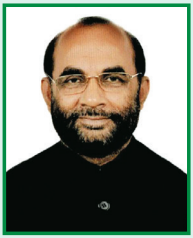

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ খাদ্যশস্য, মাছ, মাংস, ডিমসহ প্রায় সর্বক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এই অর্জনে যারা পেছন থেকে মেধা, শ্রম, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মননশীলতা দিয়ে কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বহুদূর, তাদের কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সূচিত পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাঁস, মুরগি, দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাত উন্নয়ন ও রোগ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ, প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মূল্যায়নে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বিশ্বে ৩য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থানে রয়েছে। এ ছাড়া, ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সরকারের ধারাবাহিক সাফল্যে বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে ১ম। ২০১৬ সালে ইলিশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইলিশের স্বত্ব এখন শুধুই বাংলাদেশের। এটা জাতির জন্য গৌরবের। সর্বোপরি বলা যায়, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে সরকারের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা, প্রণোদনাসহ অন্যান্য কৃষিবান্ধব নীতির যথাপোযুক্ত রূপায়ন এবং কৃষক, কৃষিবিদ ও গবেষকদের সম্মিলিত প্রয়াসেই আজকে আমরা মাথা উঁচু করে বলতে পারছি বাংলাদেশ এখন সম্পদশালী ও সমৃদ্ধ একটি দেশ।

দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি খাত। দেশের যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় কৃষি ক্ষেত্রে জড়িত জনবল দুর্যোগ মোকাবিলায় নেতৃত্ব দেয় সম্মুখ সারি থেকে। বিশ্বমন্দার এ যুগে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিখাতের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষিবিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠকদের মধ্য থেকে সরকার প্রতি বছর কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যে কোন পুরস্কার কর্মের গতিশীলতা বাড়িয়ে দেয়। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদেয় কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা প্রদান কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রসরমান জনগোষ্ঠীকে এক বিশাল সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। সেই সাথে কর্ম উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে অনুজদের মধ্যে। এ সম্মাননা প্রদান কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট সকল শ্রেণিপেশার মানুষ উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

'এআইপি সম্মাননা ২০২০' প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শ ম রেজাউল করিম, এমপি)

মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ সম্মাননা কৃষি, বন ও পরিবেশ উন্নয়নের অংশীজনদের উৎসাহিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে দেশবাসীকে নির্মল পরিবেশ উপহার দিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি সে সময়ই চিন্তা করেছিলেন সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছিলেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৮ (ক) অনুচ্ছেদে মৌলিক নীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সোপানে। রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উন্নত দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। উন্নত বিশ্বের আসনে পৌঁছাতে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়নের জন্য বনায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সরকারি উদ্যোগ ও জনগণের সহযোগিতায় দেশের বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এতে যাদের বিশেষ অবদান রয়েছে, তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের বন ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদানের জন্য 'এআইপি সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হচ্ছে। এ সম্মাননা প্রদানের ফলে বন ও পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও গতির সঞ্চার হবে।

কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বন ও পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এআইপি সম্মাননা প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাই এবং এআইপি সম্মাননা প্রাপ্ত সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অবতরণিকা

দেশের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১১.৫২ শতাংশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির চল্লিশ শতাংশ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ফলে কৃষিখাতকে দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড বললেও অত্যুক্তি হবে না।

স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫০ বছরে দেশের প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যের এ ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কৃষি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বঙ্গবন্ধুর কৃষিনীতির পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ খাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে খাতটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আয়তনে ছোট এবং বেশ ঘনবসতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদনে বিশ্বের দরবারে গৌরবোজ্জ্বল ও ঈর্ষণীয় অবস্থান তৈরি করেছে। শুধু উৎপাদনেই নয়, রপ্তানি ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশ এরই মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলারেরও অধিক মূল্যের কৃষিপণ্য রফতানির মাইলফলক অতিক্রম করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই বিশ্বে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং ২০৩১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আর সেজন্য প্রয়োজন যেকোনো মূল্যে আমাদের কৃষিখাতের অগ্রগতি অব্যাহত রাখা।

কৃষিতে বিশ্বে বাংলাদেশের এমন অবস্থান তৈরি করতে বর্তমান সরকারের নীতি-সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে এই অবদানকে স্বীকৃতি দিতে কৃষি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিয়েছে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি)' নির্বাচন করার। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয় 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করেছে। কৃষির চারটি উপখাতে (ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও বন) গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর কৃষি বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, উৎপাদনকারী, বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনকারী, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও কৃষি সংগঠক বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ৪৫ জন ব্যক্তিকে এক বছর মেয়াদের জন্য 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি)' হিসেবে নির্বাচন করা হবে। 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯' এ উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে চারটি পর্যায়ে নিবিড় যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত এআইপিগণের তালিকা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হবে। নির্বাচিত এআইপিগণ নীতিমালায় ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন।

এবারই প্রথমবারের মতো কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ২০২০ এর এআইপি কার্ড বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ১৩ জন ব্যক্তিকে এ বছর এআইপি কার্ড ২০২০ বিতরণ করা হচ্ছে। যাঁরা এ বছর এআইপি কার্ড ২০২০ এর জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সম্মানিত করতে পেরে আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি আশা করছি আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মোঃ সায়েদুল ইসলাম)

কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০ প্রাপ্তদের পরিচিতি

সম্মাননাপ্রাপ্তদের পরিচিতি ও কৃষিক্ষেত্রে অবদান

"ক" বিভাগ (কৃষি উদ্ভাবন জাত/প্রযুক্তি)

নির্বাচিত-৪ জন

ক্রমিক নং	নাম, পিতা/স্বামী, মাতার নাম ও ঠিকানা	কৃষিক্ষেত্রে অবদান
১.	ড. লুৎফুল হাসান, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান্ট ব্রিডিং, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পিতা : মৃত আবুল হাসান মাতা : মিসেস ফাতেমা বেগম বাড়ি নং : ই ২৮/৮, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।	বাউধান-৩ এর জাত উদ্ভাবন; লবণাক্তসহিষ্ণু, বাউ সরিষা-১, বাউ সরিষা-২, বাউ সরিষা-৩ এর জাত উদ্ভাবন।
২.	জনাব আতাউস সোপান মালিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ আর মালিক সিডস প্রা: লিমিটেড (গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র), প্রাণনগর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। পিতা : আতিয়ার রহমান মালিক মাতা : আফরোজা মালিক বাসা-৩৮৪, গ্রাম/রাস্তা-ব্লক ডি জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত-১২২৯, বাড্ডা, ঢাকা।	২টি বীজ আলুসহ মোট ১০টি সবজির (মরিচ, বেগুন, শসা, লাউ, চিচিঙ্গা, চালকুমড়া, ধুন্দল, মিষ্টিকুমড়া, বীজ আলু ও ক্যারোলাস) জাত উদ্ভাবন ও বাজারজাতকরণ।
৩.	সৈয়দ আব্দুল মতিন, ফিউচার অর্গানিক ফার্ম, ভরসাপুর, উজলকুড়, রামপাল, বাগেরহাট। পিতা : মো. ফজলুল হক মাতা : ফজিলাতুন্নেছা বাসা নং-২০৭, রাস্তা-১০, সোনাডাঙ্গা আ/এ ২য় ফেজ, জিপিও ৯০০০, সোনাডাঙ্গা, খুলনা।	মেহগনি ফলের বীজ থেকে তেল তৈরি যা জৈব বালাইনাশক প্রস্তুত; মেহগনি খৈল/ জৈব সার প্রস্তুত; মেহগনি পাতা থেকে চা তৈরি; বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪১৮ এ ব্রোঞ্জপদক; প্যাটেন্টকৃত প্রযুক্তি। Organic Fertilizer from Mahogony, Mahogony Tea, Pest control by Mehogony Oil
৪.	জনাব আলীমুছ ছাদাত চৌধুরী, আলীম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড, বিসিক শিল্পনগরী, গোটাটিকর, সিলেট। পিতা : এম এ আলীম চৌধুরী মাতা : লুৎফা চৌধুরী বাসা : বসুন্ধরা ৪৩, গ্রাম : রাজবাড়ী, সিলেট-৩১০০, সিলেট সদর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।	আলীম পাওয়ার টিলার উদ্ভাবন (কপি রাইটকৃত)।

"খ" বিভাগ (কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প)

নির্বাচিত-৬

ক্রমিক নং	নাম, পিতা/স্বামী, মাতার নাম ও ঠিকানা	কৃষিক্ষেত্রে অবদান
৫.	আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজা, দৃষ্টান্ত এগ্রো ফার্ম এন্ড নার্সারি, ডাল সড়ক, নাটোর সদর, নাটোর। পিতা : মো. নাজিম উদ্দিন মাতা : মোছাঃ ছবেদা বেগম গ্রাম : আলাইপুর, নাটোর সদর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর ৬৪০০।	কৃষি উৎপাদন, বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন; বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪১৯ রৌপ্যপদক।
৬.	জনাব মোঃ মেহেদী আহসান উল্লাহ চৌধুরী পিতা : মো. হামির উদ্দীন সরকার মাতা : মোছাঃ আরজিনা বেগম গ্রাম : চামেশ্বরী, ডাকঘর : চৌধুরীহাট ৫০০১, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।	বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন; বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২৩ এ ব্রোঞ্জপদক।
৭.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, এশা ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার ফার্ম, ঝালকাঠি। পিতা : গফুর মোল্লা মাতা : জমিলা বেগম গ্রাম : বেশাইন খান, ডাকঘর : বেশাইন খান-৮৪০০, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি	বাণিজ্যিকভিত্তিতে ফল বাগান ও নার্সারি স্থাপন; বাংলাদেশের বৃহত্তম ভিয়েতনামের খাটোজাতের নারিকেলের বাগান স্থাপন; বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২৩ এ ব্রোঞ্জপদক।
৮.	জনাব মোঃ বদরুল হায়দার বেপারী, প্রোপ্রাইটর, জাগো কেঁচো সার উৎপাদন খামার, চৌঠাইমহল, নাজিরপুর, পিরোজপুর। পিতা : মো. আলতাফ হোসেন বেপারী মাতা : আয়েশা বেগম গ্রাম : বেপারী বাড়ী, চৌঠাইমহল, ডাকঘর : নাজিরপুর, পিরোজপুর।	কেঁচোসার উৎপাদন ও সম্প্রসারণ।
৯.	জনাব মোঃ শাহবাজ হোসেন খান, নূর জাহান গার্ডেন, শৌলা, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী। পিতা : আহাম্মদ আলী খান মাতা : নূরজাহান বেগম নূর জাহান গার্ডেন, শৌলা, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী।	ফল, সবজি, মৎস্য উৎপাদন ও পশু পালনে সাফল্য।

১০.	জনাব মোঃ সামছুদ্দিন (কালু), বিছমিল্লাহ মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও খামার নাঙ্গলকোট রেলস্টেশন সংলগ্ন, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা। পিতা : মৃত হাজী আলী আকবর মাতা : মরিয়ম বেগম গ্রাম : চেয়ারম্যান বাড়ী, নাঙ্গলকোট, ডাকঘর : নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা।	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও সমন্বিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রেণু উৎপাদন।

"ঘ" বিভাগ
(স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি ফসল/মৎস্য প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত সংগঠন)

ক্রমিক নং	নাম, পিতা/স্বামী, মাতার নাম ও ঠিকানা	কৃষিক্ষেত্রে অবদান
১১.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শাহ, শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘর কালীগ্রাম, মান্দা, নওগাঁ। পিতা : মৃত আব্দুর রশিদ মাতা : মোছাঃ জাহানারা বেগম গ্রাম : কালীগ্রাম, ডাকঘর : কালীগ্রাম, মান্দা, নওগাঁ।	শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘর স্থাপন; বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২০ এ রৌপ্যপদক।

"ঙ" বিভাগ (বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত)

নির্বাচিত-২ জন

ক্রমিক নং	নাম, পিতা/স্বামী, মাতার নাম ও ঠিকানা	কৃষিক্ষেত্রে অবদান
১২.	মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম, নুরুন্নাহার কৃষি খামার, ছলিমপুর (বক্তারপুর), জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা। স্বামী : মো. রবিউল ইসলাম মাতা : মোছাঃ আনোয়ারা বেগম গ্রাম : বক্তারপুর, ডাকঘর : জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪১৭ ব্রোঞ্জপদক ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪২০ স্বর্ণপদক।
১৩.	মোঃ শাহজাহান আলী বাদশা, মা-মণি কৃষি খামার, ছলিমপুর (বক্তারপুর), জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা। পিতা : মরহুম আবু জাফর প্রামাণিক মাতা : মোছা. সাহাতন নেসা, গ্রাম : বক্তারপুর, ডাকঘর : জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪০৩ রৌপ্য পদক ও বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার, ১৪০৪ স্বর্ণপদক।

ক-বিভাগ

কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)

বিভাগ : কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)

প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান
উপাচার্য
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

ড. লুৎফুল হাসান একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও কৃষি গবেষক। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ইতঃপূর্বে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। ড. হাসান বোরো মৌসুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাত বাউ ধান-৩ এবং লবণাক্তসহিষ্ণু সরিষার জাত বাউ সরিষা-১, বাউ সরিষা-২ এবং বাউ সরিষা-৩ উদ্ভাবন করেন। এ সকল উদ্ভাবনের ফলে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং লবণাক্ত এলাকায় ভোজ্য তেল উৎপাদন সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

বোরো মৌসুমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধানের জাত হিসেবে বাউ ধান-৩ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফিলিপাইন থেকে এ ধানের কৌলিক সারি সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জাতটি ২০১৮-১৯ বোরো মৌসুমে দেশের ১০টি স্থানে ট্রায়াল দেওয়া হয়। ফলাফলে দেখা যায় এটি অন্যান্য প্রচলিত বোরো ধানের তুলনায় উচ্চফলনশীল, জাতটি আগাম এবং ব্লাস্ট ও অন্যান্য রোগপ্রতিরোধী। এ জাতের জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৫ গ্রাম। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে সর্বোচ্চ ৮ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। গড় ফলন ৭.১২ মে.টন/হেক্টর। ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ফলন বেশি ও সমবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি জাত উদ্ভাবনের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা বাউ ধান-৩ উদ্ভাবনের মাধ্যমে সফল হয়।

অপরদিকে, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭টি জেলার লবণাক্ত জমিতে চাষের উপযোগী সরিষার জাত বাউ সরিষা-১, বাউ সরিষা-২ এবং বাউ সরিষা-৩ এর ফলন প্রচলিত জাত হতে প্রায় ২৭% বেশি। তিনটি জাতের জীবনকাল ৮৩-৮৫ দিনের মধ্যে। দেশে তেলবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণে উক্ত জাতগুলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

ড. লুৎফুল হাসান শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি কৃষকের দারিদ্রতা বিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য Norman E. Borlaug Science & Technology (আন্তর্জাতিক সংস্থা) হতে Fellowship ২০০৬ সম্মাননা লাভ করেন। এ ছাড়াও কৃষি গবেষণায় নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তাঁকে অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা গবেষণা প্রতিষ্ঠান Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) এর পক্ষ থেকে ২০১৫ সালে John Dillon Memorial Fellow Award এ ভূষিত করা হয়। অধিকন্তু, তিনি জাপান, জার্মানি, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে সম্মানসূচক ফেলোশিপ পেয়েছেন। একজন প্রতিথযশা শিক্ষাবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে এ সকল সম্মান অর্জন বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও দারিদ্র্যবিমোচনে অসামান্য অবদানের জন্য প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসানকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)

জনাব আতাউস সোপান মালিক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এ আর মালিক সিডস (প্রাঃ) লিঃ

পিতা : আতিয়ার রহমান মালিক

মাতা : আফরোজা মালিক

ঠিকানা : ব্লক-ডি, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত ১২২৯, ঢাকা।

জনাব আতাউস সোপান মালিক কৃষি সেক্টরে একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি এ আর মালিক সিডস (প্রাঃ) লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি খামারে বীজ উৎপাদন, গবেষণা, উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করে দেশে প্রবর্তন ও কৃষকের চাহিদা পূরণে বীজ সরবরাহে অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

এ আর মালিক সিডস (প্রাঃ) লিঃ বিগত পঞ্চাশ বছরে ধারাবাহিকভাবে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার সুপ্রতিষ্ঠিত খামারে বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজ উৎপাদন ও গবেষণা করে রোগমুক্ত ও উচ্চফলনশীল বীজ বিপণন করে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশে প্রথম হাইব্রিড সবজি বীজ প্রচলন করে। দেশে সর্বোচ্চ উৎপাদিত আলুর জাত ডায়মন্ট ১৯৯৩ সালে প্রবর্তন করে। আলুর ক্ষতিকারক রোগ লেট ব্লাইট প্রতিরোধী জাত ক্যারোলাস ও এলুইটি দেশে প্রবর্তন করে। এছাড়া, প্রক্রিয়াজাত শিল্পে ব্যবহার উপযোগী আলুর জাত এ্যাডাটো, অ্যারিজোনা, টুইস্টার, টুইনার দেশে প্রবর্তন করে।

জনাব আতাউস সোপান মালিকের দক্ষ ব্যবস্থাপনার ফলে এ আর মালিক সিডস (প্রা:) লিমিটেডের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র ২টি বীজ আলুসহ মোট ১০টি সবজির (মরিচ, বেগুন, শসা, লাউ, চিচিঙ্গা, চালকুমড়া, ধুন্দুল, মিষ্টিকুমড়া, বীজ আলু ও ক্যারোলাস) জাত উদ্ভাবন ও বাজারজাত করে। এসকল কার্যক্রম দেশের কৃষির অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

সফলভাবে এ আর মালিক সিডস (প্রাঃ) লিঃ (গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র) এর মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে এবং জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব আতাউস সোপান মালিককে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)

জনাব সৈয়দ আব্দুল মতিন

পিতাঃ মৃত সৈয়দ মোঃ ফজলুল হক

মাতাঃ মোসাম্মৎ ফজিলাতুন নেছা

গ্রামঃ সোনাডাঙ্গা

উপজেলাঃ সোনাডাঙ্গা

জেলাঃ খুলনা

জনাব সৈয়দ আব্দুল মতিন মেহগনি বীজের তৈল হতে জৈব বালাইনাশক উদ্ভাবন করে কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

তিনি মেহগনি ফল থেকে বীজ আহরণ করে, তা থেকে জৈব বালাইনাশক ও অবশিষ্টাংশ মেহগনির খৈল নিম এর বিকল্প জৈবসার হিসেবে উদ্ভাবন করেন। মেহগনি ফলের কাঁচামাল যথেষ্ট আছে এবং সহজলভ্য। তাই এ জৈব বালাইনাশক কম মূল্যে কৃষক ক্রয় করে ফসলে ব্যবহার করছেন। মেহগনি ফল কাজে লাগিয়ে কৃষিক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তিনি অবদান রেখে যাচ্ছেন। বিশেষ করে বিষমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করে মেহগনি জৈব বালাইনাশক ব্যবহার হচ্ছে। এ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে একদিকে নিরাপদ খাদ্যশস্য উৎপাদন করা, অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করাই এর লক্ষ্য। এই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য তিনি নিজ উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

পরিবেশবান্ধব জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব সৈয়দ আব্দুল মতিনকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উদ্ভাবন (জাত/প্রযুক্তি)

জনাব আলিমুছ সাদাত চৌধুরী

স্বত্বাধিকারী, আলিম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
বিসিক শিল্প নগরী, গোটাটিকর, সিলেট
পিতাঃ এম এ আলীম চৌধুরী
মাতাঃ লুৎফা চৌধুরী
বাসাঃ বসুন্ধরা ৪৩, গ্রামঃ রাজবাড়ী
ডাকঘরঃ সিলেট-৩১০০, সিলেট সদর, সিলেট সিটি কর্পোরেশন,সিলেট

জনাব আলীমুছ সাদাত চৌধুরী একজন সফল ব্যবসায়ী এবং আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্ণধার। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সনাতন কৃষির বদলে আধুনিক কৃষির যুগে প্রবেশ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ কর্তৃক উদ্ভাবিত 'আলীম পাওয়ার ট্রিলার' নামক কৃষি যন্ত্রটি কৃষকের হাতে তুলে দেয় অত্র প্রতিষ্ঠানটি। দেশীয় প্রযুক্তিতে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রটি ওজনে হালকা যা হাওর ও উপকূলীয় এলাকার নরম মাটিতে চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। সাশ্রয়ী মূল্যের কারণে প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকরাও এ যন্ত্রটি কিনতে সক্ষম। এছাড়াও আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কৃষি যান্ত্রিকীকরণের নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণ করে থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্র কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করছে এবং শ্রমিক সংকট মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে সেই সাথে অর্থনীতির চাকা দৃঢ়তর হচ্ছে।

কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪ পান। স্বল্প খরচে ধান মাড়াইযন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ১৯৯০ পান। কৃষিতে প্রযুক্তির উত্তম ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ স্ট্যান্ড চার্ট এগ্রো অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ পান। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কেআইবি কৃষি পদক-২০১৬ লাভ করেন। ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ পান ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিল্যান্স এওয়ার্ড-২০১৭ লাভ করেন।

আলীম পাওয়ার ট্রিলার উদ্ভাবনের মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীরণে অসামান্য অবদানের জন্য জনাব আলীমুছ সাদাত চৌধুরীকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

খ-বিভাগ

কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজা

স্বত্বাধিকারী, দৃষ্টান্ত এগ্রো ফার্ম এন্ড নার্সারি
পিতাঃ মোঃ নাজিম উদ্দিন
মাতাঃ মোছাঃ ছবেদা বেগম
গ্রামঃ আলাইপুর, ডাকঘরঃ নাটোর ৬৪০০
নাটোর সদর, নাটোর পৌরসভা, নাটোর

আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজা বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের জন্য এ বছর কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০ নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর এই বাণিজ্যিক খামারের নাম 'দৃষ্টান্ত এগ্রো ফার্ম এন্ড নার্সারি' যার সম্মিলিত জমির পরিমাণ ২৫ হেক্টর। এ খামারটিতে ৮৭ জন পুরুষ ও ৩৫ জন নারী কর্মরত রয়েছেন। আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজা তাঁর খামারে বাজারে প্রচলিত ফলের পাশাপাশি বিভিন্ন অপ্রচলিত ফল ও সবজির চাষ করে থাকেন। তিনি গবেষণামূলকভাবে নতুন নতুন দেশি ও বিদেশি ফল ও সবজির চাষও করে থাকেন। পেয়ারা, ড্রাগন, বারোমাসি কৎবেল, আম, লিচু, মালটা, কমলা, পেঁপে, কলা, খাটো জাতের নারিকেল, শরিফা, লেবু, বারোমাসি বাতাবি লেবু ইত্যাদি নিয়মিত ফল চাষাবাদের পাশাপাশি এভোকেডো, রাম্বুটান, করোসল, ম্যাঙ্গোস্টিন, সৌদি খেজুর, আনারস, পারসিমন, স্ন্যাক ফ্রুট, আলু বোখরা, ট্যাংক ফল ইত্যাদি অনিয়মিত ফল চাষাবাদের সম্ভাবনা যাচাই করতে তিনি গবেষণামূলক ভাবেও চাষাবাদ করছেন। সাথী ফসল হিসেবে তিনি টমেটো, চেরি টমেটো, বেগুন, গাজর, ব্রোকলি, বিট, স্কোয়াশ, লেটুস পাতা, চায়না বাঁধাকপি, ক্যাপসিকাম, মুলা, তরমুজ, বাঙ্গী, ঘৃতকুমারী, শতমূল, মিরচিদানা, শিমুলমূল ইত্যাদির চাষাবাদ করেন। অপ্রচলিত ফল ও সবজির চাষ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিনি ২ কোটি টাকার উপর নিট লাভ করেছেন। কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেন, যেমন (১) বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ (রৌপ্যপদক), (২) কেআইবি পুরস্কার (বর্ষসেরা কৃষক), (৩) জাতীয় সিটি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরস্কার, (৪) বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার পুরস্কার, (৫) জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা পুরস্কার, (৬) জাতীয় সবজি মেলা পুরস্কার, (৭) বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার স্বর্ণপদক ২০১৯, (৮) বাংলাদেশ ফার্মারস অ্যাসোসিয়েশন পুরস্কার (৯) আফসা পুরস্কার ২০১৮ (কম্বোডিয়া) ও (১০) আইএমএফ এন্ড এপি অ্যাওয়ার্ড (শ্রীলংকা) পুরস্কার অর্জন করেন।

কৃষি উৎপাদন, বাণিজ্যিক খামার স্থাপন ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এই অনবদ্য অবদানের জন্য আলহাজ্ব মোঃ সেলিম রেজাকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জনাব মো: মেহেদী আহসান উল্লাহ চৌধুরী

পিতাঃ মো: হামির উদ্দীন সরকার
মাতাঃ মোছা: আরজিনা বেগম
গ্রামঃ চামেশ্বরী, ডাকঘরঃ চৌধুরীহাট ৫০০১
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও

জনাব মো: মেহেদী আহসান উল্লাহ একজন সফল কৃষক। তিনি আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নতমানের ফল ও সবজি উৎপাদন করেছেন। তিনি কৃষিকে বাণিজ্যিক পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে কৃষির উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কৃষিক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নিজ এলাকায় বাণিজ্যিক খামার স্থাপন করেছেন, যেখানে তিনি করলা, আলু, বেগুন, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, কুল, আমসহ অন্যান্য ফল ও সবজি চাষাবাদ করেন। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্তে তিনি তার খামারে বিভিন্ন জৈব বালাইনাশক প্রযুক্তি যেমন-ভার্মি কম্পোস্ট, কুইক কম্পোস্ট, ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ আঁঠালো ফাঁদ, ফ্রুট ব্যাগিং, জৈব বালাইনাশক, ট্রাইকো ডার্মা, ট্রাইকো কম্পোস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করেন। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষি কাজ সহজীকরণের লক্ষ্যে তিনি তার খামারে পাওয়ার টিলার, শ্যালো পাম্প ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। তার খামারের প্রধান ফসল হিসেবে ৫ হেক্টর জমিতে করলা উৎপাদন করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তার নিট আয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, আলু হতে ২ হেক্টরে নিট আয় ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ২ শত টাকা এবং বেগুন, লাউ, মিষ্টিকুমড়াতে ৩ হেক্টর জমি থেকে তার নিট লাভ এসেছে ৪ লক্ষ ৯১ হাজার ২ শত টাকা। কুল ও আমের ১ হেক্টর জমি থেকে তার নিট আয় হয়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। দেশজ চাহিদা মিটিয়ে তিনি বিদেশেও সবজি রপ্তানি করেছেন। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে করলা ও আলু রপ্তানি করে যথাক্রমে ১৬,১২০ মার্কিন ডলার ও ৬,৫০৬ মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছেন যা দেশের অর্থনীতিতে কৃষি বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি খাতকে এগিয়ে নেবার প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ পেয়েছেন। এ ছাড়া জাতীয় সবজি মেলা পুরস্কার ও পারিবারিক খামার স্থাপনের জন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংক ঠাকুরগাঁও থেকে শ্রেষ্ঠ উপকারভোগী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন।

বাণিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উজ্জ্বল ভূমিকা রাখার অবদানস্বরূপ তাকে ‘কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০’ প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান

স্বত্বাধিকারী
এশা ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার ফার্ম
পিতাঃ গফুর মোল্লা
মাতাঃ জমিলা বেগম
গ্রামঃ বেশাইন খান, ডাকঘরঃ বেশাইন খান-৮৪০০
ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি

মোঃ মাহফুজুর রহমান বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের জন্য এ বছর 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' নির্বাচিত হয়েছেন। মোঃ মাহফুজুর রহমান এশা ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল ফার্ম এর স্বত্বাধিকারী। এশা ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল ফার্মটি ১০ হেক্টর জমির উপর স্থাপিত। ১০ জন পুরুষ শ্রমিক ও ২ জন নারী শ্রমিক অর্থাৎ মোট ১২ জন শ্রমিক নিয়ে তিনি এই বাণিজ্যিক খামারটি পরিচালনা করেন। তাঁর খামারে উত্তম কৃষি ব্যবস্থাপনা, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, হলুদ ফাঁদ, আঠালো ফাঁদ ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। খামারটিতে মালটা, আমড়া, লেবু, পেয়ারা, আম, সুপারি ও বিভিন্ন প্রকারের সবজি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত হয়। এছাড়া, তিনি তার ফার্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৃহত্তম ভিয়েতনামের খাটো জাতের নারিকেল বাগান স্থাপন করেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তিনি ৪০ লক্ষ টাকা নিট আয় করেছেন। কৃষিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ (ব্রোঞ্জ পদক) লাভ করেছেন ।

বাণিজ্যিকভিত্তিতে ফল বাগান ও নার্সারি স্থাপনের জন্য মোঃ মাহফুজুর রহমানকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জনাব বদরুল হায়দার বেপারী

প্রোপ্রাইটর
জাগো কেঁচোসার উৎপাদন খামার
চৌঠাইমহল, নাজিরপুর, পিরোজপুর
পিতাঃ মোঃ আলতাফ হোসেন বেপারী
মাতাঃ আয়েশা বেগম
গ্রামঃ বেপারী বাড়ী, চৌঠাইমহল
ডাকঘরঃ নাজিরপুর, পিরোজপুর

বদরুল হায়দার বেপারী 'জাগো কেঁচোসার উৎপাদন খামার, চৌঠাইমহল, নাজিরপুর, পিরোজপুর'- এর প্রোপ্রাইটর । তিনি তাঁর ২৭ শতাংশ জমির উপর 'জাগো কেঁচোসার উৎপাদন খামার' প্রতিষ্ঠা করেছেন। খামারটিতে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। খামারটিতে স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাণিজ্যিকভাবে কেঁচোসার উৎপাদন করা হয়। তাঁর খামারে উৎপাদিত এই কেঁচোসার স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাজারসমূহে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তাঁর এই খামারে বার্ষিক কেঁচোসার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন। উল্লেখ্য, অর্থবছরে এই পরিমাণ সার বিক্রয় করে তাঁর নিট আয় হয়েছিল ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। কেঁচোসার উৎপাদন ও সম্প্রসারণে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখায় জনাব বদরুল হায়দার বেপারী বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ কর্তৃক ২০১৯ সালে 'বঙ্গবন্ধু বিজয় পদক' লাভ করেন।

স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেঁচোসার উৎপাদনকে বাণিজ্যিক রূপদান করার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব বদরুল হায়দার বেপারীকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জনাব মোঃ শাহবাজ হোসেন খান

স্বত্বাধিকারী
নুরজাহান গার্ডেন, শৌলা
কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী
পিতাঃ আহাম্মদ আলী খান
মাতাঃ নুরজাহান বেগম
নুর জাহান গার্ডেন
শৌলা, কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী

মোঃ শাহবাজ হোসেন খান 'নুরজাহান গার্ডেন' এর স্বত্বাধিকারী। পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার কালাইয়া ইউনিয়নের শৌলা নামক স্থানে সর্বমোট ৩৫ হেক্টর জমির উপর তাঁর এই বাণিজ্যিক খামারটি অবস্থিত। বহুমুখী এই খামারটিতে একদিকে যেমন ফলমূল ও শাকসবজি আবাদ করা হয় অন্যদিকে গাভি পালন ও মাছ চাষও করা হয়। ফলমূলের মধ্যে রয়েছে আম, কলা, পেঁপে, মালটা, নারিকেল, লেবু ইত্যাদি। শাকসবজির মধ্যে রয়েছে করলা, চিচিঙ্গা, টমেটো, বেগুন, শসা, পানিকচু, মরিচ, ক্যাপসিকাম, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া ইত্যাদি। ২০টি গাভি লালন পালন করে তিনি বছরে ৭৩ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদন এবং ১০ হেক্টর জলাশয়ে মাছ চাষ করে তিনি বছরে ১০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন করেছেন। খামারটিতে ২৫ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলা শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। তাঁর খামারটি কৃষি পর্যটন খামার হিসেবেও জনপ্রিয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই খামারে ৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তিনি ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। উন্নত জাতের ফলমূল, শাকসবজি আবাদে তাঁর সাফল্য দেখে এলাকার কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়েছে, যা এলাকার কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

বহুমুখী বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় 'নুরজাহান গার্ডেন' এর স্বত্বাধিকারী জনাব মোঃ শাহবাজ হোসেন খানকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : কৃষি উৎপাদন/বাণিজ্যিক খামার স্থাপন
ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প

জনাব মোঃ সামছুদ্দিন (কালু)
স্বত্বাধিকারী
বিছমিল্লাহ মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও খামার
নাঙ্গলকোট রেলস্টেশন সংলগ্ন, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
পিতাঃ মৃত: হাজী আলী আকবর
মাতাঃ মরিয়ম বেগম
গ্রামঃ চেয়ারম্যান বাড়ী, নাঙ্গলকোট
ডাকঘরঃ নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

জনাব মো: সামছুদ্দিন (কালু) মৎস্যক্ষেত্রে বাণিজ্যিক খামার স্থাপনকারী একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি মৎস্য ও রেণু পোনা উৎপাদন, সম্প্রসারণ এবং বেকার যুবকদের মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে ৪৫ হেক্টর জমিতে মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও খামার স্থাপন করেছেন। মৎস্য উৎপাদনের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসমূহ তিনি তার খামারে ব্যবহার করেছেন। তার খামারে ১৬ হর্স পাওয়ারের গভীর নলকূপ ১০টি, পাম্প ২৮টি, এ্যারেশন সিস্টেম ২টি স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও তোলাদণ্ড নিক্তি, বৈদ্যুতিক নিক্তি, স্প্রিং ব্যালেন্স, মাইক্রোস্কোপ, রেফ্রিজারেটর, টিস্যু হোমোজেনাইজার, হ্যাককিট, জেনারেটর ও ডেসিট প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করে খামারটি যান্ত্রিকীকরণ করেছেন। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৬২৮ মেট্রিক টন মাছ তার খামারে উৎপাদন করেছেন। এর থেকে তার নিট আয় হয়েছে ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। মৎস্য উৎপাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় মৎস্য পুরস্কার পক্ষ-২০০৫ রৌপ্যপদক, জাতীয় মৎস্য পুরস্কার ২০১১ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৯ (স্বর্ণপদক) পেয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও সমন্বিতভাবে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রেণু উৎপাদন করে বাংলাদেশের মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য জনাব মোঃ সামছুদ্দিন (কালু) কে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

ঘ-বিভাগ

স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি (ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত) সংগঠন

বিভাগ : স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কৃষি ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত সংগঠন

জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহ্

উদ্যোক্তা
শাহ্ কৃষিতথ্য পাঠাগার ও জাদুঘর
কালীগ্রাম, মান্দা, নওগাঁ
পিতাঃ মৃত. আব্দুর রশিদ শাহ্
মাতাঃ মোসা. জাহানারা বেগম
গ্রামঃ কালীগ্রাম, ডাকঘরঃ কালীগ্রাম
উপজেলাঃ মান্দা, জেলাঃ নওগাঁ

জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহ কৃষি সমৃদ্ধিতে একজন নিবেদিত প্রাণ। তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষক। দেশ ও জাতির সেবার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তিনি কাজ করছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি একটি শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘর স্থাপন করেছেন। কৃষক, শিক্ষার্থী, গবেষকগণের কৃষিবিষয়ক বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুষম ফসল ফলানোর মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটানোই হচ্ছে এই স্থাপনার মূল উদ্দেশ্য। কৃষি তথ্য বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায় হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বইপত্রের প্রাপ্যতা। প্রয়োজনের তাগিদে এ শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে পাঠকদের সহজে কৃষিভিত্তিক ও প্রয়োজনীয় বইপত্র পেতে শাহ্ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাঠাগারে আলাদা আলাদা গ্যালারি রয়েছে, যা বিষয়ভিত্তিক বই পুস্তক পাওয়ার ক্ষেত্রে সহজতর হয়। তাছাড়াও হাতে-কলমে কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয় বই, লিফলেট, ম্যাগাজিন ও গবেষণাপত্র পাঠাগারে বসে ২৪ ঘণ্টাই অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে কৃষকদের ২০০ প্রকারের চাষাবাদের তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কৃষি বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ, গাছের চারা বিনামূল্যে এলাকাবাসী পেয়ে থাকেন। তাছাড়া দেশি-বিদেশি গবেষকদের বিনামূল্যে প্রতিষ্ঠানে আবাসিকের সুব্যবস্থাও রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠানের সাথে কৃষি সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সকল সংস্থার সাথে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম স্থাপন করায় এলাকার কৃষকরা কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাদি জানার সুযোগ পাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তার এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক কৃষির উদ্যমী চাঞ্চল্য, যার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কৃষক সঠিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

স্বীকৃত বা সরকার কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কৃষি ফসল/মৎস্য/প্রাণিসম্পদ/বনজসম্পদ উপখাতভুক্ত সংগঠনে অবদান রাখায় স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম শাহকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

ঙ -বিভাগ

বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

বিভাগ : বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম

স্বত্বাধিকারী

নুরুন্নাহার কৃষি খামার

ছলিমপুর (বক্তারপুর), জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা

পিতাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম

মাতাঃ মোছাঃ আনোয়ারা বেগম

গ্রামঃ বক্তারপুর

ডাকঘরঃ জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা

কৃষক মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম 'নুরুন্নাহার কৃষি খামার' এর স্বত্বাধিকারী। ঈশ্বরদী উপজেলার জয়নগরে ৩২.৫০ হেক্টর জমির উপর তাঁর এই বহুমুখী কৃষি খামারটি অবস্থিত। 'নুরুন্নাহার কৃষি খামার' বাণিজ্যিক কৃষি খামারের একটি আদর্শ উদাহরণ। খামারটিতে ২৬৪৮ জন পুরুষ ও ৬০৫ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৩২৫৩ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। খামারটিতে ধান, বেগুন, গাজর, আলু, লাউ, শিম, ফুলকপি, টমেটো, পেঁপে, ব্রোকলি, রেড ক্যাবেজ ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হয়। পাশাপাশি লিচু, আম, পেয়ারা, ড্রাগন ফ্রুট ইত্যাদি ফল উৎপাদিত হয়। গরু, ভেড়া, ছাগল, কবুতর, মুরগি ইত্যাদি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের পাশাপাশি তিনি খামারটির ১.৫ হেক্টর জমিতে অবস্থিত জলাশয়ে রুই, কাতল, মৃগেলসহ বিভিন্ন কার্প জাতীয় ও দেশি মাছের মিশ্র চাষ করেন। তিনি এই খামারে ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৩২৮ টাকা বিনিয়োগ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯০ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৭২ টাকা নিট আয় করেছেন। বিভিন্ন সময়ে কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম জাতীয় সবজি মেলা পুরস্কার, ফলদ বৃক্ষ রোপণ পুরস্কার, জাতীয় সবজি পুরস্কার, কেআইবি কৃষি পদক, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৭ (ব্রোঞ্জপদক), বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ (স্বর্ণপদক), শ্রীলংকান হাইকমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ জয়িতা পদক, অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার, সিটি গ্রুপ জাতীয় কৃষি পদক, ডিএই কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্র কৃষি উদ্যোক্তা পুরস্কার, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বর্গাচাষি পদক, ব্যাংক এশিয়া কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার, ঈশ্বরদী উপজেলা শ্রেষ্ঠ চাষি, অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার পুরস্কার অর্জন করেন।

বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ফল, ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু পালন ও মৎস্য চাষ করার পাশাপাশি ব্যাপক আকারে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২০ স্বর্ণপদক' অর্জন করায় 'নুরুন্নাহার কৃষি খামার' এর স্বত্বাধিকারী মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগমকে এ বছর ঙ বিভাগে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।

বিভাগ : বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত

জনাব মোঃ শাহজাহান আলী বাদশাহ

স্বত্বাধিকারী
মা-মণি কৃষি খামার
ছলিমপুর (বক্তারপুর), জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা
পিতাঃ মরহুম আবু জাফর প্রামানিক
মাতাঃ মোছাঃ সাহাস্তন নেসা
গ্রামঃ বক্তারপুর
ডাকঘরঃ জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা

মোঃ শাহজাহান আলী বাদশাহ 'মা-মণি কৃষি খামার' এর স্বত্বাধিকারী। ঈশ্বরদী উপজেলার জয়নগরে ৭০ একর জমির ওপর তাঁর এই কৃষি খামারটি অবস্থিত। 'মা-মণি কৃষি খামার' বাণিজ্যিক কৃষি খামারের একটি আদর্শ উদাহরণ। খামারটিতে এ্যাজোলা, হাড়ের গুঁড়া, ভার্মি কম্পোস্ট, খৈল, জৈবসার, নিম খৈল, ছাই, নিমতেল ইত্যাদি পরিবেশবান্ধব উপাদান ব্যবহার করে পেঁপে, খেজুর, নারিকেল, বেল, ড্রাগন, লাল শরিফা, ভিয়েতনামি সাদা শরিফা, বারোমাসী আম, রাম্বুটান, এ্যাভোকেডো, আখ, থাই শরিফা, লিচু, আম্রপালি আম, মালটা প্রভৃতি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া ৪ একর জমির ওপর তিনি একটি নার্সারি স্থাপন করেছেন যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ও বিদেশি ফলের চারা উৎপাদন করে বিক্রয় করেন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তিনি এই খামারে ১২ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে ৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা নীট আয় করেছেন। তাঁর পেঁপে আবাদের সাফল্য এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে ও তিনি অনেক আর্থিকভাবে লাভবান হন, তাই এলাকার মানুষের কাছে তিনি পেঁপে বাদশা নামে পরিচিতি লাভ করেন। মোঃ শাহজাহান আলী বাদশাহ কৃষিক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪০৩ (রৌপ্যপদক)', 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪০৪ (স্বর্ণপদক)' অর্জন করেন।

বাণিজ্যিক খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে এই অনবদ্য অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪০৪ (স্বর্ণপদক)' অর্জন করায় 'মা-মণি কৃষি খামার' এর স্বত্বাধিকারী মোঃ শাহজাহান আলী বাদশাহকে 'কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (এআইপি) সম্মাননা ২০২০' প্রদান করা হলো।